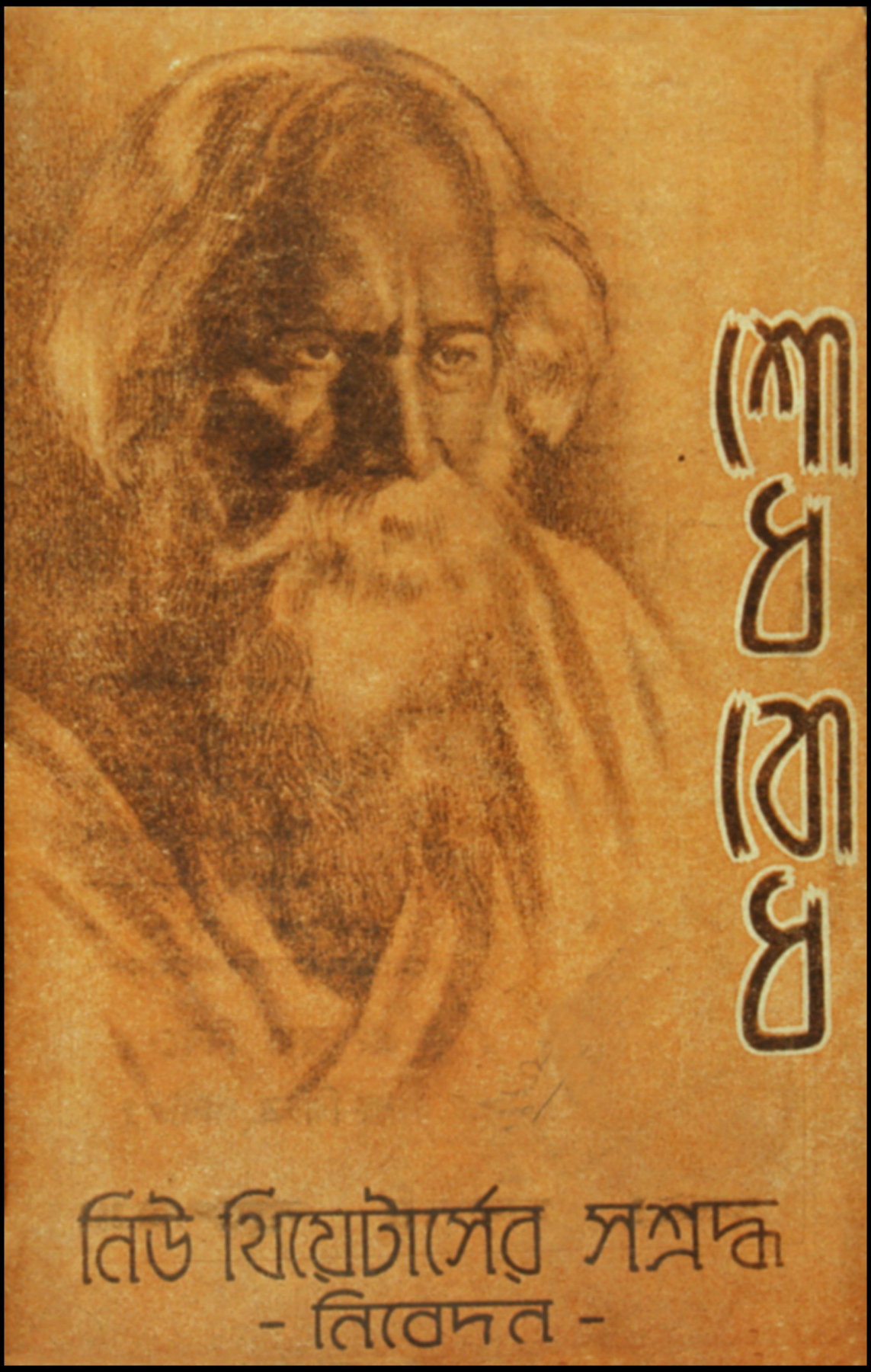

শোধবোধ

নিউ থিয়েটার্সের সশ্রদ্ধ

- নিবেদন -

আজকে ভুলোর নেমতন্ন
খুকুর খেলা ঘরে

টসের চা'য়ের গন্ধে মনে
আনন্দ না ধরে

এ, টস এণ্ড সন্স কলিকাতা

চিত্রা সোডা ফাউণ্টেন

মনের রস-পিপাসা
মোচনে—
রবীন্দ্রনাথের
গীত-সুধা যেমন
অমোঘ—
কণ্ঠ-তালুর পিপাসা-
মোচনে তেমনি অমোঘ—

এই সুধা নির্ঝরের
বহু-বিচিত্র পানীয়!

স্নিগ্ধ! সরস!! সুপেয়!!!

শোধ-বোধ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
স্মৃতি-পূজায়
নিউ থিয়েটার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

THE NEW THEATRES LIMITED

চিত্র-পরিবেশক:
কাপুর চাঁদ লিমিটেড্।

সংগঠনকারী

আলোক-চিত্রনে	...	সুধীন মজুমদার
শব্দানুলেখনে	...	অতুল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনায়	...	হরিদাস মহলানবিশ
কণ্ঠ-সংগীতে	...	অনাদি দস্তিদার
যন্ত্র-সংগীতে	...	প্রণব দে
চিত্র-পরিস্ফুটনে	...	সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্র-নাট্য ও পরিচালনায়..		সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়
প্রবর্ধনায়	...	যতীন্দ্রনাথ মিত্র

সহকারী

পরিচালনায়	...	হেমেন গুপ্ত, নীতিশ রায়
আলোক-চিত্রনে	...	কমল বসু, শৈলজা চট্টোপাধ্যায়
শব্দানুলেখনে	...	মণি বসু, ক্ষেত্র ভট্টাচার্য
ব্যবস্থাপনায়	...	শ্যাম লাহা
দৃশ্য-সজ্জায়	...	বিজয় বসু
রূপ-শিল্পে	...	ভোলানাথ ভট্টাচার্য
রূপ-প্রসাধনে	...	খগেন পাঠক

আর - সি - এ
ফটোফোন যন্ত্রে
শব্দানুলিখিত

কুশীলব

নলিনী	...	শ্রীলেখা
সতীশ	...	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বিধুমুখী	...	মলিনা
মন্মথ	...	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকুমারী	...	সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
শশধর	...	শৈলেন চৌধুরী
মিষ্টার লাহিড়ী	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
মিসেস্ লাহিড়ী	...	রেবা বসু
মিষ্টার নন্দী	...	ছবি বিশ্বাস
চারু	...	শীলা হালদার
হরেন	...	নিমাই নাগ-চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর	...	শ্যাম লাহা
মতি পাল	...	খগেন পাঠক
বড় বাবু	...	কালী ঘোষ
পুলিশ ইন্‌সপেক্টর	...	সুধীর মিত্র
উকীল বাবু	...	নরেশ বসু
জ্যেঠাইমা	...	লীলা ঘোষ

কাহিনী

সতীশ একালের ছেলে—বয়সে তরুণ। ব্যারিষ্টার ব্লাহিড়ী সাহেবের মেয়ে নলিনীর সঙ্গে ছেলেবেলায় সে লরেটোয় পড়েছিল। কাজেই ও-বাড়ীতে বরাবর তার যাতায়াত আছে। এবং ও-বাড়ীর বিলাতীয়ানার আদর্শে নিজেকে সে গড়ে তুলতে চায়।

বাপ মন্মথ কিন্তু কড়া ধাতের মানুষ। তাঁর পয়সা-কড়ি আছে এবং বিলাসিতা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। মোটা চালে তিনি সতীশকে মানুষ করতে চান। সতীশের অস্বস্তি ধরে। মা বিধুমুখীর কাছে বাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সে বলে—

চাঁদনীর স্যুট্ পরে লাহিড়ী সাহেবের বাড়ী যেতে তার মাথা কাটা যায়। বাবা যদি কালমাহাত্ম্যবশে একটু দয়া করেন!

সতীশের মাসিমা সুকুমারী, মেসো শশধর—নিঃসন্তান। শশধর খুব ধনী—মাসী সুকুমারী সতীশের সব আবদার রক্ষা করেন। মাসী আর মেসোর দৌলতে দামী বিলাতি স্যুট্ থেকে নলিনীর বাড়ীর ডিনার-লাঞ্চ পর্যন্ত কোনো-কিছুতে সতীশ বঞ্চিত হয় না!

বাবা মন্মথ রাগ করেন। স্ত্রী বিধুমুখীকে বলেন—ছেলেকে যেভাবে সাহেব বা নবাব করে তোলা হচ্ছে, তার খরচ আমি জোগাবো না: আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার খরচ চলবে না!

বিধুমুখী জবাব দেয়—সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপ্পি পরানো অভ্যাস করাতেম।

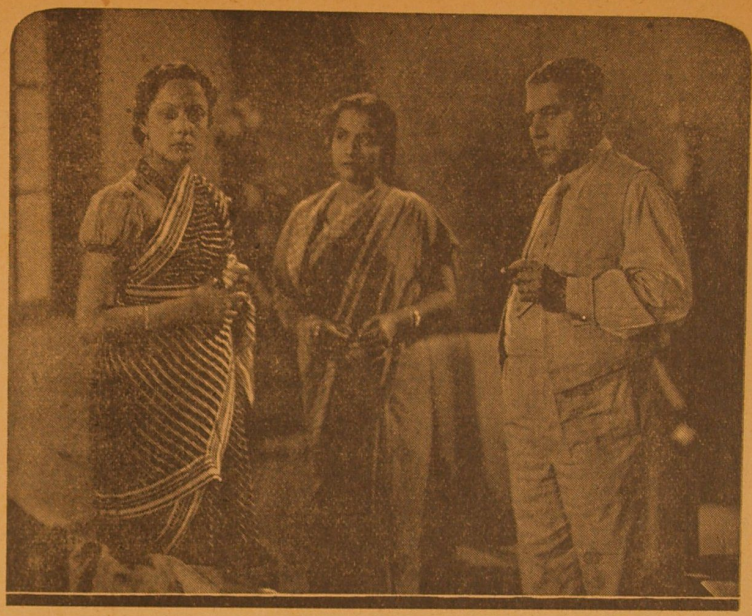

বাবা বলেন—আমিও জানি, তোমার ভগ্নীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে তুমি ঠিক করে বসে আছো তোমার ছেলেকেই সে তার বিষয়-সম্পত্তি লিখে পড়ে দিয়ে যাবে!

এমনি বাক-বিতণ্ডা চলে। মন্মথর কথা কিন্তু কখনো থাকে না। বিধুমুখী এবং সুকুমারীর প্রশ্রয়ে সতীশ চলে——বাপ যা চান, একেবারে তার উল্টো মুখে।

সেদিন মিষ্টার লাহিড়ীর গৃহে তাঁর বিদুষী কন্যা কুমারী নলিনীর জন্মদিনের উৎসব।

নলিনীকে শুভেচ্ছা জানাতে স্বয়ং উপস্থিত হবেন বলে ব্যারিষ্টার বরুণ নন্দী চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন; আর সেই সঙ্গে পাঠিয়েছেন এক জোড়া হীরে-বসানো দামী ব্রেসলেট্।

এই বিশিষ্ট অতিথিটির আদর-অভ্যর্থনায় যাতে কোন রকম ত্রুটি না ঘটে, সে সম্বন্ধে কন্যাকে সচেতন করে তুলতে মিষ্টার ও মিসেস্ লাহিড়ীর অধ্যবসায় অসাধারণ। কিন্তু এ-বিষয়ে নেলী যে খুব উৎসাহী, তাকে দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

তার প্রিয়-সখী চারুবালার কাছেও নলিনী যেন আজকাল হেঁয়ালীর মত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। নলিনীকে চারু বলে: তোর মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখিনি—সবই উল্টো-পাল্টা!

বরুণ নন্দীর সম্বন্ধে কন্যার সঠিক মনোভাবের পরিচয় না পেয়ে মিষ্টার লাহিড়ীর দুশ্চিন্তার সীমা নেই। এহেন দুষ্প্রাপ্য রত্নটিকে নেলী যে একটুও সীরিয়াস্‌লি নিচ্ছে না এতে তিনি দারুণ অস্বস্তি বোধ করেন।

সতীশ এখনো এ বাড়ীতে আসে এবং নেলী তাকে আস্কারা দেয়, এটা তাঁর মনঃপূত নয়। কিন্তু মেয়ের যেন সবই উল্টো! সতীশের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নেলী তার বাবাকে বলে: পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।

নেলীর জন্মদিনে সেদিন যে সব মূল্যবান উপহার-সামগ্রী এসেছে, সেগুলির মধ্যে সতীশের দেওয়া 'এক টাকা বারো আনা' দাম-লেখা মামুলি এল্‌বাম্‌টাও দেখা গেল মিষ্টার লাহিড়ীর দৃষ্টি এড়ায় নি!

সেদিনকার পার্টিতে সতীশের আবির্ভাব ঘটেছিল নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে।

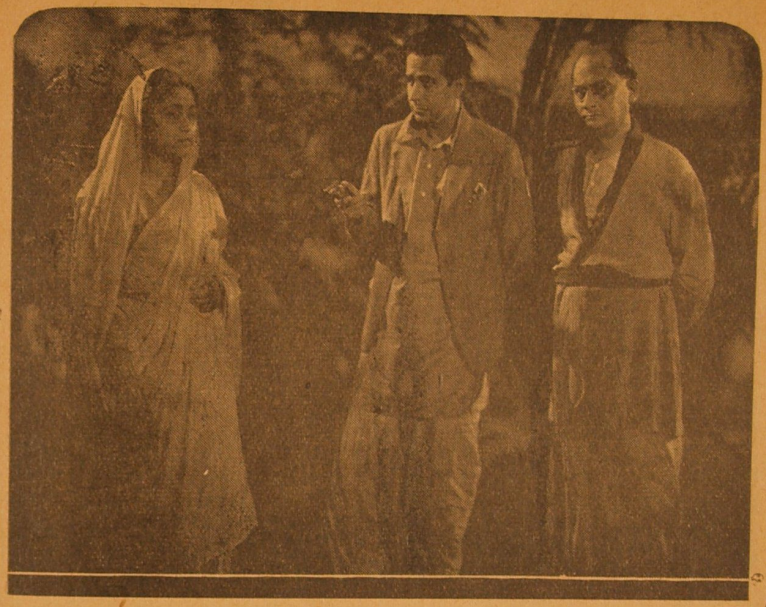

সেজন্য নলিনীর সখী চারুবালা তাকে একটু খোঁচা দিতে ছাড়ে নি। কিন্তু সব-চেয়ে আঘাত সে পেলো, যখন সে দেখলে নেলীর জন্মদিনে সমাগত নানা মূল্যবান উপহার সামগ্রীগুলির মধ্যে তার এল্‌বাম্‌খানি কত তুচ্ছ ও নগন্য! নলিনীর আবির্ভাবের পূর্বেই সময় থাকতে সে এল্‌বাম্‌খানি নিয়ে সরে পড়তে চায়! কিন্তু পারলো না। সরে পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে বমালসুদ্ধ নেলীর হাতে গ্রেফতার হোল।

সতীশ বোঝালে: লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পৌছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিষটা তার নয়, এই আমি বুঝি। কিন্তু বুদ্ধিমতী নেলীর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অবশেষে সে হার স্বীকার কোরলে। সতীশের দেওয়া উপহারের দাম নেলীর কাছে যে অমূল্য, এটাও নেলী সতীশকে বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু সতীশের মন নেলীর সে-কথায় সান্ত্বনা পেতে চায় না!

ঠিক এর পরেই সতীশ আর একটি কাণ্ড করে বসলো। স্নেহান্ধ জননীকে স্বপক্ষে পেয়ে, তাঁরই সহায়তায় তার বাবার পিতামহের আমলের সোনার

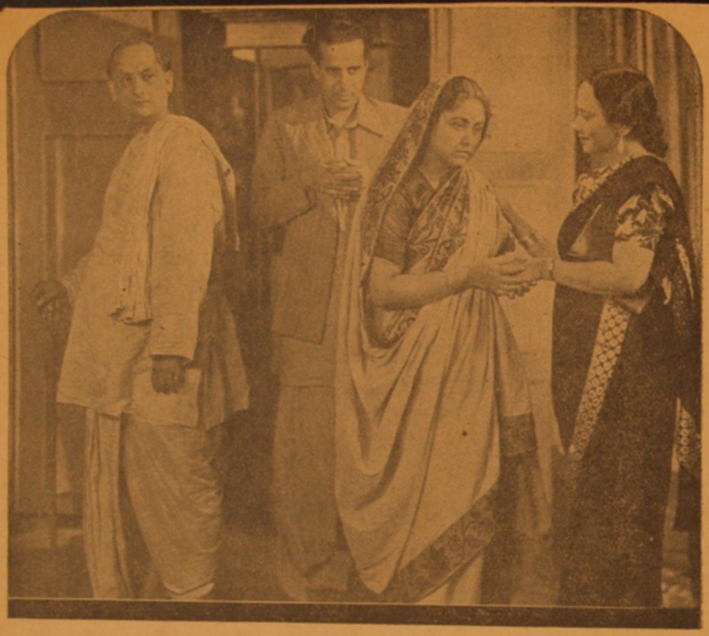

গুড়গুড়িটা মতি পাল পোদ্দারের দোকানে বাঁধা রেখে যে-টাকা সংগ্রহ হলো, তাই দিয়ে মনের মত এক ছড়া নেক্‌লেস্ কিনে সতীশ নেলীকে উপহার পাঠালো।

কিন্তু গুড়গুড়ি সরানোর এ রহস্য অচিরে একদিন নির্মম ভাবে ফাঁশ হয়ে গেল এবং এ ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কলহ বাধলো, তার পরিণাম হলো ভয়াবহ।

অতিরিক্ত কর্তব্য-বুদ্ধিসম্পন্ন মন্মথ পুত্রের আচরণ ক্ষমা করতে পারবেন না—এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। এই লজ্জাকর অবস্থাকে কেন্দ্র কোরে সতীশের মনে জেগে উঠলো দুরন্ত আত্ম-গ্লানির প্রবল ঝড়। সে ঠিক করলে, নেলীকে অকপটে সব কথা জানিয়ে তার কাছ থেকে নেক্‌লেস্‌টি চেয়ে এনে বাবার সোনার গুড়গুড়িটি বন্ধকী-দোকান থেকে ফিরিয়ে আনবে। নেলী যে কোন ছলেই কোন মিথ্যা আচরণ সহ্য করতে পারে না—এ-কথাও সতীশ তার মাকে জানিয়ে দিলে।

তারপরেই লাহিড়ী সাহেবের বাড়ীতে টেনিস-কোর্টে নেলীর সঙ্গে সতীশের দেখা। নেলী বোঝালে, সব সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি করো না; আমার জন্মদিনে অত দামী জিনিষ তুমি আমায় দিতে গেলে কেন? ওটা তোমায় ফেরৎ নিতে হবে।

কথায় কথায় এ-কথাও নেলী জানিয়ে দিলে যে—সতীশের দানকেই নেলী বেশী মান দিয়েছে বলেই, তার দানের জিনিষকে সে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে। সে বল্‌লে—

মনে করো না কেন, এটা হারিয়ে গেছে! সেহ হারানোয় তোমার দান তো একটুও হারায় না।

নেলীর কথায় সতীশ বুঝলো, নন্দীকে নেলী গ্রাহ্য করেনা—সতীশের উপরেই নেলীর দরদ আর মায়া! এ জেনে খুশী হয়ে নেকলেস্‌টি নিয়ে সতীশ ফিরে আসছিল—কিন্তু আসবার সময় মিষ্টার নন্দীর কাছে পেলে প্রচণ্ড বিদ্রূপের খোঁচা। সে খোঁচায় অনেকখানি জ্বালা! তার সে বেদনা নেলী মোচন করলে, সতীশের কাছ থেকে নেক্‌লেস্‌টি চেয়ে তখনি গলায় পরে' এবং সঙ্গে সঙ্গে নন্দীর ব্রেস্‌লেট নন্দীকে ফিরিয়ে দিয়ে!

এর পরেই শোনা গেল, কলম্বোয় গিয়ে সতীশের পিতার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটেছে এবং একমাত্র তার মায়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ছাড়া তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি অনাথ আশ্রমে দান করে গেছেন।

বিধুমুখী এবং সতীশকে সুকুমারী নিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে। মাসীর আদরে মেসোর সম্পত্তি-লাভের সম্ভাবনা বাড়লো; এবং সতীশের সঙ্গে নেলীর বিবাহ দেবার কল্পনায় লাহিড়ী-দম্পতীর মন উন্মুখ হয়ে রইলো, মেসো কবে সতীশকে পোষ্যপুত্র নেয়!

কিন্তু এর পরের ঘটনা,—

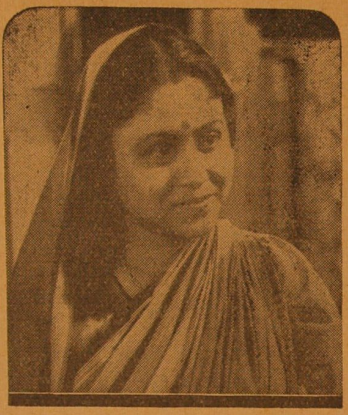

সতীশের ভাগ্যাকাশে ম্লান মেঘের মত উদিত হয়ে দিলে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে। বৃদ্ধ বয়সে মাসী সুকুমারীর হলো এক ছেলে, সঙ্গে সঙ্গে সতীশের ভাগ্যে সুরু হলো অপমান-লাঞ্ছনার পালা।

যতখানি আদর দিয়ে মাসী সতীশকে মাথায় তুলেছিলেন, ঠিক্ ততখানি অনাদরেই এখন তাকে তিনি তাঁর স্নেহের মণিকোঠা থেকে নামিয়ে দিলেন। সতীশ আজ বুঝ্‌লো, পরের অর্থের উপর নির্ভর করে নিজের ভবিষ্যৎ সে নিজেই অন্ধকার করে ফেলেছে এবং তার এ দুর্গতির মূল ——তার মা বিধুমুখী এবং মাসী সুকুমারী!

মেসো শশধর সতীশের অভিযোগ বুঝ্‌তে পেরে তাকে এক অফিসে চাক্‌রী করে দিলেন এবং তাঁর জমিদারীর একখানা তালুকও তিনি সতীশকে লিখে দিতে চাইলেন। কিন্তু মাসী দিলেন তাতে বাধা।

বল্‌লেন, আমি তাহলে গলায় দড়ি দেবো।

মাসীর সেই অন্নের ঋণ শোধ করতে সতীশ হঠাৎ একদিন অফিসের তবিল্ ভেঙে পনেরো হাজার টাকা এনে মাসীর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বল্‌লে,—

প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে, তখন তার হিসেব রাখ্‌তে হবে মনে করিনি। সুতরাং পরিশোধের অংকে কিছু ভুলচুক হতে পারে! এই

পনেরো হাজার টাকা গুণে নাও। তোমার ছেলে হরেনের পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুল-কণাও যেন কম না পড়ে!

এরপরে একটি পিস্তল নিয়ে বাগানের মধ্যে সতীশ হরেনকে গুলি করতে উদ্যত হয়ে মাসীর শেষ ঋণ শোধ করতে চাইলে! কিন্তু নিজের ওপর তখন তার নির্ভর করবার শক্তি ছিল না। এ ঋণ সে শোধ করতে পারলে না।

চেঁচিয়ে সে বল্‌লে,—

পালাও, তোমার ছেলেকে নিয়ে পালাও মাসিমা! নইলে তোমাদের কারও রক্ষা নেই!

ইতিমধ্যে অফিসের লোক পুলিস্ নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিময়ী করুণার মত নিজের সর্ব্বস্ব নিয়ে সতীশকে বাঁচাতে ছুটে এলো—কে?

আগামী নিবেদন

মীনাক্ষী

নাম-ভূমিকায়ঃ সাধনা বোস

তৎসহ : অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ নরেশ মিত্র, প্রীতি মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র, পান্না, দেববালা, রেনুকা রায়, ইন্দু — মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি —

পরিচালনায়ঃ মধু বোস

সংগীত-পরিচালনায়ঃ পঙ্কজ মল্লিক

—গান—

[এক]

সে আমার গোপন কথা
শুনে যা, ও সখী।
ভেবে না পাই ব'ল্‌বো কী॥
প্রাণ আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হ'য়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি॥
সে যেন আস্‌বে আমার মন ব'লেছে,
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গ'লেছে।
দেখ্‌লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ঐ হ'লো সারা তাহাই লখি'॥

—নেলী

[দুই]

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হ'য়ে গেল ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস
নবীন ঊষার পুষ্প সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

—নেলী

[তিন]

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে'
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠবে।
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে'
সুগন্ধ ধন লুট্‌বে॥
আমার লজ্জা যাবে যখন পাব
দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রি শেষে
পরশ তা'রে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দল গুলি সব
চরণে তা'র লুট্‌বে॥

—নেলী

[চার]

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্র রাতের বেলায়
না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে।
তবে ভাঙ্গা খেলার ঘরে
না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধূলায় ধূলায় ছড়াও হেলায় ভিন্ন ফুলের দল।

—নেলী

[পাঁচ]

সে যে মনের মানুষ কেন তারে
বসিয়ে রাখিস্ নয়ন দ্বারে।
ডাক্‌নারে তোর বুকের ভিতর
নয়ন ভাসুক নয়ন ধারে।
যখন নিববে আলো আসবে রাতি
হৃদয়ে দিস আসন পাতি,
আসবে সে যে সঙ্গোপনে
বিচ্ছেদেরি অন্ধকারে॥
তার আসা-যাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপন মতে।
তারে বাঁধবে বলে যেই করো পণ
সে থাকে না থাকে বাঁধন,
সেই বাঁধনে মনে মনে
বাঁধিস্ কেবল আপনারে॥

—চারু

[ছয়]

মনে র'বে কি না র'বে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো॥
চ'লে যায় দিন যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে-যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে থেমে যাবে বীণ,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো;
তাই অকারণে গান গাই গো॥

—নেলী

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানে
বাঙ্গালার সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

কৃপালনী এণ্ড সন্স

সোল প্রোপ্রাইটার:
পি, কে, দত্ত

ডায়মণ্ড মার্চেন্টস, গোল্ড এণ্ড সিলভার স্মিথস্,
১নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (হাতীবাগান বাজার) কলিকাতা

★

আধুনিক ডিজাইনের
ও সুবিধাদরে জড়োয়া
ও গিনি সোনার
যাবতীয় অলঙ্কার
সর্বদা পাইবেন।

অসুস্থ দেহ এবং মন নিয়ে ছবির আনন্দ উপভোগ করা যায় না। আপনার দেহের ব্যাধি এবং মনের অবসাদ দূর কর্‌তে হলে সুচিকিৎসার প্রয়োজন। দুস্থঃ এবং অসমর্থ রোগীর গৃহে চিকিৎসক নিয়ে যাবার আবশ্যক হলে, নীচের ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

ডাঃ আর, পি, ব্যানার্জ্জী
বি,এল্, বি,এস্-সি, বি,এইচ,এম্,এস্, (হোমিওপ্যাথ)
২১/সি, সিক্‌দার বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৭২নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। জি, সি, রায় কর্তৃক ৮৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, জুভেনাইল্ আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।